79

তারিখ ... 07-JUN 1994 ..
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

আজকের কাগজ

বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প শিবগঞ্জ থেকে ৪০ হাজার টাকা নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে

আসম আনোয়ার : বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প নামের একটি বেসরকারি সংস্থা বগুড়ার শিবগঞ্জে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর নামে বেকার যুবকদের কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে সম্প্রতি গা ঢাকা দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগী ২৮ জন যুবকের লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, বর্তমান সরকারের গণশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে বেসরকারিভাবে বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প নামের এই সংস্থার বিভাগীয় কর্মকর্তা এমএ কুদ্দুস অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেতন উল্লেখ করে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উত্তরাঞ্চলের বগুড়া, জয়পুরহাট ও গাইবান্ধা জেলার সবক'টি থানার প্রতিটি ইউনিয়ন ৬ জন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং প্রতি থানায় ১ জন করে থানা উন্নয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে। থানা কর্মকর্তাদের বেতন প্রতিমাসে আড়াই হাজার টাকা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন দুই হাজার টাকা বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরপরই বিপুল সংখ্যক আবেদন পত্র জমা পড়ে। এরপর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে অন্যান্য জেলা ও থানার ন্যায় শিবগঞ্জে ৭২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ১ জন থানা উন্নয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগ পত্র প্রদানের সময় থানা উন্নয়ন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে ৫শ' টাকা থেকে শুরু করে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত উৎকোচ গ্রহণ করা হয়। অভিযোগ পত্রে আরো বলা হয়, পরবর্তীতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ ১ নভেম্বর '৯৩ থেকে কার্যকর হবে এই মর্মে বই, চক, ব্লাক বোর্ড, হারিকেন ইত্যাদি সরবরাহের অজুহাতে প্রতিটি শিক্ষকের কাছ থেকে ৫শ' টাকা কর নেয়া হয়। এভাবে মোট ৩৬ হাজার টাকা ও আনুষাঙ্গিক খাতের আরো প্রায় ৪ হাজার টাকাসহ মোট ৪০ হাজার টাকা আয় করা হয়। এরপর বাজার থেকে ক্রয় করা কুড়ি টাকা মূল্যের ২০ কপি করে বই সকল শিক্ষককে দিয়ে উক্ত বিভাগীয় কর্মকর্তা এমএ কুদ্দুস অফিসিয়াল কাজে ঢাকায় যাবার কথা বলে উধাও হয়। এরপর হতে উক্ত কর্মকর্তার আর কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। দীর্ঘ ৭ মাস অতিবাহিত হলেও শিক্ষকরা একটি পয়সাও বেতন পায়নি। জানা গেছে, প্রথমে এই সংস্থার বিভাগীয় কার্যালয় শিবগঞ্জের মহাস্থানে ছিলো। বর্তমানে বগুড়ার বিসিক-এ এই কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়।